LACTURE NOTE FOR SEM - 6 SANSKRIT HONS STUDENTS

DEPARTMENT OF SANSKRIT

TEACHER`S NAME-ARPITA PRAMANIK

K.C.COLLEGE, HETAMPUR, BIRBHUM

DATE-25-4-2020

PAPER-CC-14

TOPIC-KARAN KARAKA

করণকারকের সংজ্ঞাবিধায়ক সূত্রটি উল্লেখ করে সূত্রে তমপ্ গ্রহণের সার্থকতা বিচার----------

********** আচার্য পাণীনি তাঁর 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থে করণকারকের লক্ষণবিধায়ক যে সূত্রটি করেছেন তা হল-- **''সাধকতমং করণম্''** (১।৪।৪২)। আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত এই সূত্রের বৃত্তিতে বলেছেন-- **''ক্রিয়াসিদ্ধৌ প্রকৃষ্টোপকারকং কারকং করণসংজ্ঞং স্যাৎ।''** অর্থাৎ ক্রিয়াসিদ্ধির জন্য যা সর্বপ্রধান উপায়, তাকে করণকারক বলে। যথা--কর্ণেন শৃণোতি, পদ্ভ্যাং গচ্ছতি ইত্যাদি। এখানে 'সর্বপ্রধান উপায়' বলতে কর্তা যাকে সর্বপ্রধান উপায় বলে মনে করে। এই বাক্যদুটিতে 'শোনা' ও 'যাওয়া' ক্রিয়ার সর্বপ্রধান উপায় হল যথাক্রমে 'কর্ণ' ও 'পদ'। তাই এই দুই পদে করণকারক হয়েছে।

**********সূত্রে **'তমপ্' গ্রহণের** সার্থকতা---''সাধকতমং করণম্'' সূত্রে 'তমপ্' প্রত্যয় গ্রহণের সার্থকতা প্রতিপাদনের পূর্বে 'সাধক' শব্দের অর্থ কী তা জানা প্রয়োজন। **''করোতীতি কারকম্''। ''সাধয়তীতি সাধকম্''**। 'কারক' ও 'সাধক' এই শব্দদুটিই সমার্থক। যা ক্রিয়া সাধন করে তাইই 'সাধক'। কারকমাত্রেই ক্রিয়া সাধন করে তাই কারকও সাধক। অতএব, কারক ও সাধক শব্দদুটি সমার্থক। তাই সমস্ত কারকই সাধক। তার মধ্যে যা সাধকতম অথ্রাৎ প্রকৃষ্ট সাধক তা 'করণ'। । তাই সাধকতম কারকমাত্রই করণকারক। তাই 'সাধক' এই বিশেষণ দ্বারা যদি কোনো কারকের লক্ষণ নির্ণয় করা হয় তাহলে 'সাধক' শব্দের অর্থ হবে 'সাধকতম'।। এই বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝা যাক। যেমন-সবেদা ফলকে আমরা মধুর ফল বলে জানি। কোনো ব্যক্তি ফলের দোকানে সবেদা কিনতে এসে ফলবিক্রেতাকে যদি 'মধুর সবেদাটিকে দাও' এরকম বলে তাহলে বুঝতে হবে ক্রেতা মধুরতম যে সবেদা সেটিই চাইছে। সেরকমই সাধক শব্দের অর্থই হল সাধকতম। তাই সাধকশব্দের পরে 'তমপ্' প্রত্যয় না যোগ করলেও তমপ্ এর অর্থ প্রকাশ পায়। আর আমরা জানি যে **''স্বল্পমাত্রা লাঘবেন পুত্রোৎসব ইতি মন্যন্তে বৈয়াকরণাঃ।''** বৈয়াকরণেরা অক্ষরসংক্ষেপে পটু। একটি অক্ষর সংক্ষেপ করতে পারলে মানুষ পুত্র লাভ করলে যেমন আনন্দ পায় তেমনি বৈয়াকরণেরা একটি অক্ষর সংক্ষেপ করতে পারলে তেমনই আনন্দ পান। তাহলে পুনরায় সূত্রে তমপ্ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কী ? 'সাধকং করণম্' এরূপ সূত্র করলেই তো হত।

এই প্রশ্নের সমাধান কল্পে আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত বলেছেন---‘‘ **তমব্গ্রহণং কিম্ ? গংগায়াং ঘোষঃ।’’** সূত্রে তমপ্ গ্রহণ করে সূত্রকার আমাদের জানিয়ে দিলেন যে কারকপ্রকরণে এই সূত্র ছাড়া অন্যত্র গৌণ-মুখ্য ন্যায় প্রবর্তিত হয় না। অর্থাৎ বলা না থাকলে প্রকৃষ্টার্থের বোধ হবে না। করণের লক্ষণে তমপ্ গ্রহণ না করলেও তমপ্ এর অর্থ অর্থাৎ প্রকৃষ্টার্থ প্রকাশ পেত, কিন্তু করণে ইষ্টসিদ্ধ হলেও অধিকরণে অনিষ্ট ঘটত। যেমন- **‘‘আধারো২ধিকরণম্’’** অধিকরণ বিধায়ক এই সূত্রের অর্থ দাঁড়াবে **‘ক্রিয়ার প্রকৃষ্ট আধার=অধিকরণ।’** ‘অধিকরণম্’ এটি একটি অন্বর্থসংজ্ঞা অথ্রাৎ টি, ঘু ইত্যাদির মত ছোট সংজ্ঞা না করে অন্বর্থতা বোঝানোর জন্য বড় সংজ্ঞা করা হয়েছে। তার দ্বারাই আধারত্বেরও বোধ হচ্ছে। পুনরায় আধার শব্দ সূত্রে গ্রহণ করায় এখানেও প্রকৃষ্ট আধার এরকম বোধ হবে। আধার তিন প্রকার। যথা--

১। অভিব্যাপক (সর্বত্র আছে এই অর্থ-**সমুদ্রে** লবণম্, **তিলেষু** তৈলম্)

২। ঐকদেশিক (এক অংশে আছে এই অর্থ- **গঙ্গায়াং** ঘোষঃ)

ও ৩। বৈষয়িক (কোনো একটি বিষয়ে **-বিদ্যায়াম্** অনুরাগঃ)

এদের মধ্যে অভিব্যাপক আধারই শ্রেষ্ঠ। কারণ এটি সর্বাত্মক , বৃহৎ আধার। সুতরাং কেবল শ্রেষ্ঠ বা প্রকৃষ্ট অভিব্যাপক আধারেই অধিকরণত্ব স্বীকৃত হবে। ঐকদেশিক ও বৈষয়িক আধারের অধিকরণত্ব স্বীকৃত হবে না। ফলে ‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’ (গঙ্গাতীরে গোয়ালপাড়া) এইরকম ক্ষেত্রে ঐকদেশিক আধারের অধিকরণত্ব স্বীকার করা যাবে না। গোটা গঙ্গাতীরে সর্বত্র গোয়ালপাড়া নয়, বিশেষ একস্থানে গোয়ালপাড়া। অভিব্যাপক আধার না হওয়া সত্ত্বেও এসব ক্ষেত্রে আধারত্ব স্বীকারের জন্যই করণের সূত্রে ‘তপম’্ গ্রহণ করতে হবে।

অতএব, ‘সাধক’ শব্দে তমপ্ গ্রহণের একটি উদ্দেশ্য আছে। কারক-প্রকরণে বিশেষ একটি নীতি বা নিয়ম জ্ঞাপন করাই এর লক্ষ্য। কারকপ্রকরণে তমপ্ প্রত্যয় ছাড়া প্রকৃষ্টার্থ প্রকাশ পাবে না। ফলত, ‘‘আধারো২ধিকরণম্’’ এই সূত্রেও তমপ্ না থাকায় করণের লক্ষণ অসংগত না হলেও অধিকরণের লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ ঘটত, এবং সেই দোষ ‘গংগায়াং ঘোষঃ’ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অধিকরণত্ব ব্যাহত হত।

.....